গুরাবা [الغرباء]

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"**ইসলাম অপরিচিত[আগন্তুক] অবস্থায় এসেছে এবং এর শুরুর মতো অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। ফা তুবা লি'ল গুরাবা [গুরাবাদের জন্য তুবা]।**"[সহীহ মুসলিম]

▣তুবা অর্থ কি?

~আবু সাঈদ খুদরী রা: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বলেন,"তুবা হলো জান্নাতের একটি বৃক্ষ।"[সহীহ ইবনু হিব্বান]

~ইবনু আব্বাসের রা: মতে "সুখ এবং পূর্ণ সন্তুষ্টি"।

~ইকরিমাহর রা: মতে "তাদের যা আছে সব ভালো"।

~অনেকের মতানুসারে তুবা হলো - পরমানন্দ কিংবা জান্নাত কিংবা খুব ভালো, ইত্যাদি।

একটি আরেকটির সাথে আদৌও সাংঘর্ষিক নয়।

▣গুরাবা কারা?

~পারিভাষিক অর্থে গুরাবা হলো আগন্তুক তথা অপরিচিত। কিংবা নিজ ভূমির বাইরে অন্য ভূমিতে অবস্থান করা যেখানে সে অপরিচিত।

~মূলত হাদিসের উল্লেখিত গুরাবা হলো তারা যারা ফিতনার দিনে সুন্নাহর উপর অটল থাকবে, নিজেরা সংশোধিত হবে এবং বিভিন্ন ফিতনা নির্মুলে কাজ করবে।

~"ইসলাম অপরিচিত[আগন্তুক] অবস্থায় এসেছে এবং এর শুরুর মতো অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে।...." এর দুইটি অর্থ হতে পারে।

ক.যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দ্বীন ইসলাম দেয়া হয় তখন মুসলিমদের সংখ্যা খুব ই অল্প ছিলো। কাফিরদের দৌড়াত্ম এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতার জন্য সদ্য ইসলাম গ্রহণ করা অনেকে চুপ ছিলেন, অনেকে বিভিন্ন স্থানে হিজরত করেন। সে সময় ইসলাম ছিলো অপরিচিত তথা গুরাবা। পরবর্তীতে মুসলিমরা আল্লাহর রহমতে নিজেদের ভূমি এবং লোকবল বৃদ্ধি করে।

তাই এমন কোনো ফিতনার সময় আসবে যখন প্রকৃত সুন্নাহর অনুসারীর সংখ্যা কমে যাবে কিন্তু মুসলিম জনসংখ্যা অধিক হবে। তখন ইসলাম গুরাবা হয়ে যাবে এবং সুন্নাহর প্রকৃত অনুসারীরা গুরাবা হবে।

এটা হতে পারে কিয়ামতের পূর্বে যেকোনো সময় এমনকি ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিসসালাম এর আগমনের পূর্বেও।

খ.দ্বিতীয় সম্ভাবনা হলো ঈসা ইবনু মারইয়ামের আগমনের পরে। কেননা ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিসসালাম এর আগমনের পর মুসলিমদের সংখ্যা এবং ঈমান বৃদ্ধি পাবে। তারপরে এবং কিয়ামতের আগে এমন সময় আসবে যখন ইসলাম গুরাবা হয়ে যাবে এবং তখন ই গুরাবাদের আবির্ভাব ঘটবে যারা কঠিন প্রতিকূলতায় ও দ্বীনকে আকড়ে থাকবে।

~ফুদ্বাইল ইবনু ইয়াদ্ব রাহিমাহুল্লাহ এবং হাসান আল বাসরীর[রাহিমাহুল্লাহ] মতে পৃথিবীতে মুমিনরা হলো গুরাবা।

~সুফইয়ান আস সাওরীর[রাহি.] মতে আহলুস সুন্নাহ হলো গুরাবা।

~ইবনু মাস'উদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,"এমন একটা সময় আসবে যখন মুমিন একজন দাসী থেকেও কম মুল্যায়িত হবে।"

~ইয়াহইয়া ইবনু মু'আয[রা.] বলেন,"যাহিদরা পৃথিবীতে গুরাবা।"

~আমিরুল মুমিনীন আলি ইবনু আবি তালিব রাদিআল্লাহু আনহু আহলুল ইল্মকে তিন ভাগে ভাগ করেন:

ক.যাদের অন্তরে সন্দেহ দেয়া হয়েছে এবং এরা পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।

খ.যারা দুনিয়াবী কিছু অর্জন করতে চায় -

১.নিজের দ্বীনি ইল্ম দিয়ে দুনিয়াবী জিনিস অর্জন করতে চায়।

২.যাদের ইল্ম নেই কিন্তু অনেক কিছু অর্জন করতে চায়।

গ.যারা প্রকৃত ই ইল্ম অর্জন করেছে এবং সেটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করে। এবং এদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প।

তৃতীয় প্রকার মানুষ ই মূলত গুরাবা।

~ইবনুল কাইয়্যিমের[রাহি.] মতে আগন্তুকতা তিন প্রকার:

ক.যারা তাওহীদের উপর অটল থাকে এবং সুন্নাহকে আকড়ে থাকে।

খ.যারা আল্লাহ তা'আলার সঠিক পথ প্রত্যাখ্যান করেছিলো। এরা নিন্দাযোগ্য।

গ.ভ্রমনকারী আগন্তুক যারা অন্য ভূমিতে অচেনা এবং আগন্তুক।

হাদিসে উল্লেখিত গুরাবা প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

▣গুরাবাদের বৈশিষ্ট্য:

গুরাবাদের কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো-

১.তারা তাদের গোত্র থেকে বের হয়ে যায়।[মুসনাদ আহমাদ]

অর্থাৎ তারা তাদের পুরনো বাতিল অভ্যাস এবং বাতিল দ্বীন ছেড়ে সত্য দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

২.তারা বাতিল এবং ফিতনার সময়ে নিজেরা সংশোধিত হয় এবং অন্যদেরকে সংশোধিত করে। এবং লোকেরা যখন বাতিল হয়ে যারা, তারা তখন সংশোধন করে।[মা'জমু আল যাওয়াইদ]

৩.যারা নিজেদের দ্বীন রক্ষা করতে ফিতনা থেকে পালিয়ে বেড়ায়।[সংকলন করেন ইমাম ইবনুল মুবারাক]

৪.যারা সুন্নাহকে বিকৃত করেছে, তাদেরকে সংশোধন করে।[জামি আত তিরমিজি]

৫.মৃত কোনো সুন্নাহকে জীবনদান করে।[আল বায়হাকী]

৬.চরম প্রতিকূলতায় ও কুরআন এবং সুন্নাহকে আকড়ে থাকে।

৭.তারা অধিকসংখ্যক খারাপের মধ্যে অল্পসংখ্যক ভালো মানুষের অন্তর্ভুক্ত হবে।[আয যুহদ, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক]

৮.তারা তাক্বওয়াবান, তারা মানুষের নিকটে অপরিচিত, তাদেরকে কেউ স্মরণ করেনা, তাকে কেউ ডাকে না এবং তার মৃত্যুতে কারো আসে যায়না।[মু'জাম আল কাবীর, ইমাম তাবারানী ; ইমাম আল ইরাক্বী দ্বঈফ জিদ্দান বলেছেন]

৯.একটি দল সবসময় হক্বের উপর থাকবে এবং কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারবে না।[সহীহ বুখারী]

▣গুরাবার সম্মান এবং ফজিলত:

~গুরাবার মৃত্যু হলো শাহাদাত।[সুনান ইবনু মাজাহ, মুসনাদু আবি ইয়ালা]

~কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারবে না।[সহীহ বুখারী]

~তারা সর্বদা বিজয়ের উপর থাকবে।[সহীহ বুখারী]

~আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালোবাসেন।[মু'জাম আল কাবীর, তাবারানী ; আল ইরাক্বী দ্বঈফ জিদ্দান বলেছেন]

▣পৃথিবীতে গুরাবা হয়ে থাকা:

~ইবনু উমার রাদিআল্লাহু আনহু বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"হে আব্দুল্লাহ! পৃথিবীতে আগন্তুকের মতো থাকো এবং নিজেকে কবরবাসীদের একজন গণনা করো।"[সুনান ইবনু মাজাহ, জামি আত তিরমিজি]

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

■রেফারেন্স:

~কাশফ আল কুরবাহ ফি ওয়াসফি হালি আহলিল গুরাবাহ, ইমাম ইবনু রজব

~সিফাতুল গুরাবাহ, ইমাম আবু বকর আল আজুররী

~শারহ মুসলিম, ইমাম নাউয়াউই

~অন্যান্য।